11-4-58

সুধীরবন্ধু
প্রযোজিত

বৃন্দাবন লীলা

চলন্তিকা চিত্র কলামন্দির প্রাইভেট্ লিমিটেড ও বসু চিত্রের নিবেদন—

বৃন্দাবন লীলা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও প্রযোজনায়—**সুধীরবন্ধু**

অতিরিক্ত সংলাপ, কাহিনী বিন্যাস ও সঙ্গীত পরিচালনায় : কীর্ত্তন কলানিধি **রথীন্দ্রনাথ ঘোষ**

পৃষ্ঠপোষকতায় : **শ্রীইন্দূ ভূষণ বসু, শ্রীফণি ষণ বসু।**

পরিচালনায়—**পাঞ্চজন্য**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মহিষাদলের কুমার ভূতপূর্ব্ব এম, এল, এ, দেব প্রসাদ গর্গ

গীতিকার : শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দ, [রামকৃষ্ণ আশ্রম] সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্র নাথ ঘোষ ও বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে : চিন্ময় লাহিড়ী, এ, টি, কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ব্রজেন সেন, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, বিজন কুমার বসু, ধীরেন বসু, গগন দে, রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, গীতশ্রী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শেফালী চক্রবর্ত্তী, ধীরা দত্ত, গৌরী মিত্র, কল্পনা দে।

যন্ত্র-সঙ্গীতে : কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, জনাব সাগীরুদ্দিন খাঁ, জিতেন সাঁতরা, নারায়ণদাস মোহান্ত ও রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। ধনগোপাল গাঙ্গুলী [বাঁশী] পরিচালিত চলন্তিকা অর্কেষ্ট্রা।

স্তোত্র পাঠ : **বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।**

চরিত্র চিত্রণে : অনুভা গুপ্তা, সন্ধ্যা রায়, মিতা, কুন্তলা, দীপিকা, আশা দেবী, রীতা, কল্পনা, লিলি, লতিকা, রত্না, পার্ব্বতী, সুপ্রিয়া, পাঁপড়ী, মায়া, মায়ারাণী, রেবা, মণীষা, রমা, প্রবীরকুমার [অতিথি], গৌতমকুমার, প্রশান্তকুমার, নৃপতি, বিনয়, ব্রজরাজ, কমলকুমার, নিশিথ, প্রবোধ ও রথীন্দ্র নাথ ঘোষ।

নৃত্য পরিচালনায় : অতীনলাল [এ্যাঃ], সহকারী : বটু পাল, নৃত্যে : বেবীরাণী ও কুমার চৌধুরী [এ্যাঃ]।

আলোকচিত্রে : বিভূতি চক্রবর্ত্তী, সহকারী : বীরেন ভট্টাচার্য্য, দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী।

সম্পাদনায় : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সহকারী : জয়দেব বৈরাগী।

ব্যবস্থাপনায় : পশুপতি কুণ্ডু, সহকারী : পাঁচু গোপাল দাস, শিবনাথ, লক্ষ্মণ, দুলাল।

দৃশ্য-পরিকল্পনায় : সুবোধলাল দাস ও গোপী সেন। রূপ-শিল্পী : ত্রিলোচন পাল। পট-শিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। মৃৎ-শিল্পী : জিতেন পাল।

প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক। স্থির চিত্রে : ক্যাপ্‌স ফটোগ্রাফী। পরিচয় লিখনে : তপোব্রত মজুমদার, সিদ্ধার্থ ব্যানার্জ্জী।

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : শান্তি রঞ্জন দে ও রবীন্দ্র নাথ ঘোষ। সঙ্গীতে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ও শিবনাথ মুখোপাধ্যায়। সাজ-সজ্জায় : দাশুরথী দাস ও অধীর মণ্ডল। রূপসজ্জায় : শিব দাস। পটশিল্পে : রবি দাশগুপ্ত ও প্রবোধ গুপ্ত।

সঙ্গীত গ্রহণে : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও প্রাইভেট লিঃ

ও

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এ গৃহীত

এবং

ইণ্ডিয়া ফিল্ম্‌ লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

মূল পরিবেশনায় : **শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স** ● কলিকাতা : **বাবুল পিক্‌চার্স**

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার অধীশ্বর! সমুদ্র বেষ্টিত রৈবতক পর্ব্বতের উপরে রাজ-প্রাসাদ। সবেমাত্র সূর্য্য উদয় হ'চ্ছে। রাণী সত্যভামা বীণার সুমধুর ঝঙ্কারে বাজাচ্ছেন প্রভাতী সুর। প্রভাতী বন্দনায় ভগবানের নিদ্রা ভঙ্গ হ'লো। সদ্য জাগরিত দ্বারকাধীশের কাণে ভেসে এলো দেবর্ষি নারদের স্তব-গান। ভগবানের মুখে এবার হাসি ফুটে উঠলো। ভাবলেন, নারদের কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের উদয় হ'য়েছে,—চূর্ণ করতে হবে।

নারদ এলেন। কিন্তু প্রভু তখন শিরঃপীড়ায় ছট্‌ফট্ ক'রছেন! নারদ ভাবলেন, এ কি! ত্রিগুণাতীতের আবার ব্যাধি! ব্যাধি উপসমের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চাইলেন, ভক্তের পদরজঃ। ব'ললেন, "নারদ, তোমার চেয়ে বড় ভক্ত আমার কে আছে,—তুমি দাও পদধূলি!" নারদ তো শুনে স্তম্ভিত। গোবিন্দের মাথায় পদধূলি দিয়ে রৌরব নরকে পতিত হবো? না পারবো না। কৃষ্ণ ব'ললেন,—"একান্তই যখন পারবে না, তখন ত্রিভুবন ঘুরে যেখানে পাও নিয়ে এসো—নইলে এ যন্ত্রণার লাঘব হবে না।"

দেবর্ষি বেরুলেন ভক্তের সন্ধানে। কিন্তু অচ্যুতবাঞ্ছিত এই অভিনব ঔষধ কোথাও পেলেন না। অবশেষে কৈলাসে এসে পঞ্চাননের কাছে পদধূলি চাইলেন। ধ্যানস্থ কৈলাসপতি বুঝতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণ নারদকে পরীক্ষা ক'রছেন। তাই হেসে ব'ললেন পঞ্চানন,—"গুরুর মাথায় আমি কিছুতেই পদধূলি দিতে পারবো না। বিফল মনোরথ হ'য়ে নারদ ফিরে এলেন আবার দ্বারকায়। কিন্তু ঔষধ তো চাইই। তাই পুনরায় ভগবানের আদেশে নারদ এবার বৃন্দাবনের দিকে চ'ললেন—যে বৃন্দাবনকে তিনি অবহেলা ক'রে এসেছেন। অশিক্ষিত গোপ-গোপীদের আবার ভক্তি? কিন্তু এ কি বিস্ময়! দলে দলে সেই অবহেলিত গোপ-গোপীরা ছুটে এলো পদধূলি দিতে। নারদ বাধা দিলেন,—"গোবিন্দের মাথায় পদধূলি দিলে তোমাদের অশুভ হবে, তোমাদের অকল্যাণ হবে!"

"হোক্ আমাদের অকল্যাণ; হোক্ আমাদের অশুভ। আমাদের সখার তো শুভ হবে,—কল্যাণ হবে।" নির্ব্বাক বিস্ময়ে নারদ গ্রহণ করেন সেই পদরজঃ। মাথায় ঠেকিয়ে দ্বারকায় ফিরে এসে বলেন,—"ঠাকুর! তোমার পরম প্রিয় বৃন্দাবন হ'তে শিখে এলাম, কেমন ক'রে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তোমাকে ভালবাসতে হয়। হে ভক্তবৎসল! আজ তোমারই শ্রীমুখে শুনবো তোমার সেই চির মধুর বৃন্দাবনলীলা। দেবর্ষির এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো। সুরু হ'লো, ভগবানের জীবন-স্মৃতির এক টুক্‌রো দিয়ে গাঁথা সেই বৃন্দাবনলীলা।

শক্তি-পূজারী আয়ানের গৃহে শ্রীমতি রাধারাণীকে ব'সতে হয় গৃহ-দেবতা শ্রীকালিকার আরাধনায়। অথচ শ্যামার শ্যামলিমার মাঝে কৃষ্ণ-অনুরাগিনী দেখতে পান তাঁর শ্যামসুন্দরকে! কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ননদিনী কুটিলার অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার

মধ্যেও শ্রীরাধা থাকেন কৃষ্ণ-ধ্যানে অচলা। বধূকে নির্য্যাতন ক'রতে ভ্রাতা আয়ানকে নিয়ে কুটিলা যায় নিকুঞ্জবনে! থমকে যায় কুটিলা, শ্যামের আসনে শ্যামাকে দেখে!

কৃষ্ণ-বৈমুখী ঘরে এমনিভাবে শ্রীরাধিকার দিন কাটে। শ্বাশুড়ী ননদিনীর কঠোর অনুশাসনে শ্রীমতী ঘরের বাহির হ'তে পারেন না। আকুল হ'য়ে ওঠেন তিনি কৃষ্ণ দর্শনের জন্য। এমনি বন্দিনী দশায় এক দুর্য্যোগের রাত্রে শ্রীরাধা শুনতে পান, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানা সখী ললিতাকে পাঠান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বজ্র পতনের শব্দে রাধিকা মূর্চ্ছিতা হন।

পরের দিন প্রভাতে উঠে শ্রীমতী বিস্মিতা হ'লেন, শয্যা-পার্শ্বে তাঁর চির-পরিচিত সেই বাঁশী দেখে। রাধারাণীর লজ্জা নিবারণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবতী যোগমায়া বৃদ্ধা বড়াইরূপে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে সেদিন মুরলী-বৃষ্টি ক'রলেন।

এর পরে সখী ললীতা সেই বাঁশী ফিরিয়ে দিতে যায় শ্রীকৃষ্ণকে। সঙ্গে নিয়ে যায় রাধিকার হাতে গাঁথা মালা। কিন্তু লীলাময়ের ইচ্ছায় কৃষ্ণাগ্রজ বলরামের উপস্থিতিতে শ্রীগোবিন্দের গলায় সেই মালা পরাবার অবকাশ ললিতা পায় না। রেখে আসে এক বৃক্ষের শাখায়। কৌতুকপ্রিয় ব্রাহ্মণ-সখা মধুমঙ্গল (বটু দাদা) তা দেখতে পায়। সেই মালা সে দিয়ে আসে আর এক যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলীর হাতে। যমুনার ঘাটে সেদিন শ্রীমতী রাধা নিজের হাতে গাঁথা মালা চন্দ্রার গলায় দেখে অভিমানে ভেঙে পড়েন। প্রতিজ্ঞা করেন, সেই কালো-বদন আর দেখবেন না। মানিনীর এই মান ভাঙ্গাবার জন্যে জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে একদিন উপস্থিত হন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মান ভাঙ্গে।

আর একদিনের কথা। শ্রীরাধার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় নবীন নাবিক-বেশে বৃন্দাবন-বিহারী মুরলীতে সঙ্কেতধ্বনি করেন। এই চিন্তায় চিন্তিত হন বৃদ্ধা বড়াইরূপিনী যোগমায়া। দিবাভাগে কৃষ্ণ-বৈমুখী ঘর হ'তে কেমন ক'রে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন শ্রীরাধা! অবশেষে মথুরার হাটে বিকিকিনির ছল ধরে সখীগণসহ শ্রীরাধাকে নিয়ে বৃদ্ধা বড়াই যমুনা-পুলিনে যান। শ্রীযমুনার বহুদিনের বাসনা আজ পূর্ণ হয় সেখানে।

যমুনা বক্ষে নৌকা-বিহারী শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে শ্রীরাধিকার যুগল মিলন দর্শন করেন,—অন্তরীক্ষ থেকে যত দেবতা আর অসুরগণ। "রাধা-গোবিন্দের" শিরে তাঁরা পুষ্প বরিষণ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামে ঋতুরাজ বসন্তের বিজয় উৎসব চ'লেছে। বৃন্দাবনবিহারী পুলক চঞ্চল শ্যামসুন্দর—ব্রজগোপীদের সঙ্গে ক'র্‌ছেন বসন্ত উৎসব। ব্রজধামের স্থাবর জঙ্গম যেন আবীররাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। প্রতিটি কুণ্ডে কুঞ্জে তার জেগে উঠেছে আনন্দের শিহরণ।

সঙ্গীতাংশ

(১)

জয়হে যদুকুল চন্দ
জয়হে দ্বারকাধীশ আনন্দ কন্দ।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতম্
পুরবনিতার্পিত চন্দন ললিতম্॥

বন্দে দ্বারকাপতি পদ কমলম্
কমলা কর কমলাঙ্কিত মমলম্।
জয় জয় যদুকুল জলনিধিচন্দ
দীন জন শরণ রাতুল পদ দ্বন্দ
জয় যদুনাথ—।

(২)

প্রভুমীশ মনীশমশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ গরলাভরণম্।
রণনির্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
গিরিরাজসুতান্বিত বামতনুং
তনুনিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্
বিধি বিষ্ণুশিরোধৃত পাদযুগং
প্রণমামি শিবংশিবকল্পতরুম্॥
বৃষরাজ নিকেতনমাদি গুরুং
গরলাসনমাজি বিষাণ ধরম।
প্রথমাধিপ সেবক রঞ্জনকম্
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥
মকরধ্বজ মত্ত মাতঙ্গহরং
করিচর্মগনাগ বিবোধকরম্।
বরদাভয় শূল বিষাণ ধরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

(৩)

ভজ গোবিন্দ জপ মুকুন্দ
মাধবমুরারী গাও অবিরাম।
অখিল বন্ধু করুণা সিন্ধু
নিখিল শরণ নাম প্রাণারাম॥

(৪)

হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধাসতী।
মুক্তি কামনা মোরি হবে বৃন্দে গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥

(৫)

মাগো তোরে কি বলে কই
মা তোর হাতে অসি মুখে বাঁশী
আবার বাঁকা হেসে দাঁড়ালি ঐ।
চরণে চরণ রঙ্গে
ওমা দাঁড়ালি কি নটভঙ্গে
মা তোর শ্যামের সোহাগ শ্যামার অঙ্গে
মরি সেজেছ কি রঙ্গময়ী।

(৬)

গঞ্জনা দেই সাধে সাধে
শ্রীরাধার কি অপরাধে
যারে শিব আরাধে
তারে আরাধে রাধে রসময়ী
এযে শ্যামা ব্রহ্মময়ী।

(৭)

সখি উমড ঘুমড ঘন বরসে
সখি উমড ঘুমড ঘন বরসে বুন্দরি
চলত পুরাইয়া শনননননন থর রররর কম্পে
মন্নুয়া লর্‌জে ঝিঙ্গুর বুলাই ঝন-নন-নন-নন
পাপিয়া কর্‌ত আলাপ দাদুর দেত থাপ
চক্রিক চকোর বাজত ঝঙ্কু সিতার
নাচত মৌর শুনি করত থোর
তাক্ তাক্ হুম্, তাক্ তাক্ হুম্, তাক্ তাক্ হুম্,
তাক্ ছুম্ ছন নন ছুম্ ছুম্ ছন নন ছুম্ ছুম
ছননন, দিড়ি দিড়ি দিড়ি দাড় দাড় দাড়া
ধুমা কিটি তাক্, তাক্ ত্রান্ তাক্ ত্রান্,
তাক্ ধেৎ তাক্ ধেৎ, ধেত্তা গদি ঘেনে ধা,
ধেত্তা গদি ঘেনে ধাং ধেৎ তা গদি ঘেনে ধা,
দিন্ তানা নানা গাগা মাপা গামা রেসা।

(৮)

আজু দুরদিন ভেল—সজনি।
হমারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেলরে সজনি—
কেমনে যাবো—বঁধুর কাছে আমি
মেঘ মেদুর রাতে।
গগনে অবঘন মেহ দারুন
সঘনে দামিনী ঝল কই
কুলীশ পাতন শব্দ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই
দেয়া ডাকিছে—গুরু গুরু গুরু—বরষা রাতে

(৯)

মা তোর এলো চুলে কে জড়ালো সাতশো
তারার মালা।
কার সাধ পূরাতে
কার মন কুড়াতে
এমন আধার রাতে কার সাথে তোর
লুকোচুরির পালা!
সর্ব্বনাশী এমন হাসি হেসে
জানিনাতো কাঁদাস কারে এমন ভালোবেসে।
আদরে আধোডরে
কে ডেকেছে এমন করে
কে রেখেছে বুকের 'পরে
জুড়াতে সব জ্বালা॥

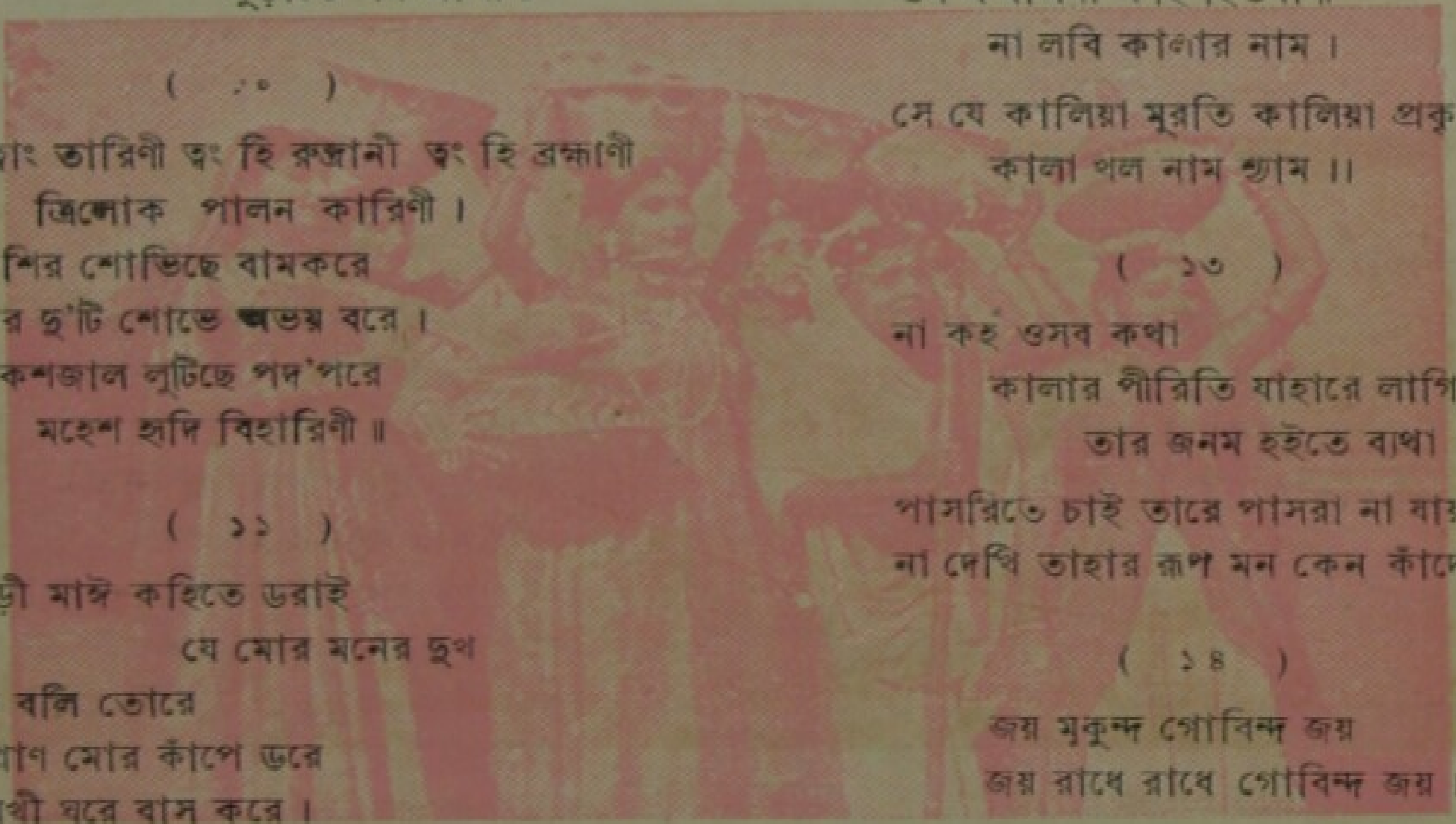

(১০)

নমামি ত্বাং তারিণী ত্বং হি রুদ্রানী ত্বং হি ব্রহ্মাণী
ত্রিলোক পালন কারিণী।
খড়্গ নরশির শোভিছে বামকরে
দখিন কর দু'টি শোভে অভয় বরে।
এলান কেশজাল লুটিছে পদ'পরে
মহেশ হৃদি বিহারিণী॥

(১১)

ওগো বড়ী মাঈ কহিতে ডরাই
যে মোর মনের দুখ
নিরজনে বলি তোরে
বলতে প্রাণ মোর কাঁপে ডরে
হরি-বৈমুখী ঘরে বাস করে।
ও বড়ী মা,—আয় আমার কাছে আয়
আমার দুখের কথা কি বলব মা—
ও বড়ী মা, আয় আমার দশা দেখে যা—
কথা না কবি কাহারে শপথি তোহারে
দেখাবি সে চাঁদ মুখ।
শপথ কর মা—মাথে হাত দিয়ে
দেখাবি সেই চাঁদ বদন
যার লাগি মন উচাটন
দেখাবি সেই চাঁদ বদন।
বাঘিনীর ঘরে বসতি আমার
নাছাড়ি দীঘল শ্বাস
ফেলতে পাইনা—কভু দীর্ঘশ্বাস
বিষম ননদিনীর ত্রাসে
থাকতে হয়মা হতাশ্বাসে
কি কব বিশেষ আঙ্গিনা বিদেশ
না পরি নীলিম বাস।
আমি তাই পরিনা নীলাম্বরী
পরলে বলে রঙের মাঝে রাই হেরেছে হরি
তাই পরিনা নীলাম্বরী॥
বের হ'তে দিলি না
কালার বাঁশী কানে রইল
মরমেতে পশিল
কালার বাঁশী কানে রইল
বের হ'তে দিলি না।

(১২)

শুন কমলিনী কহি হিতবাণী
না লবি কালার নাম।
সে যে কালিয়া মুরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা গল নাম শ্যাম॥

(১৩)

না কহ ওসব কথা
কালার পীরিতি যাহারে লাগিল
তার জনম হইতে ব্যথা।
পাসরিতে চাই তারে পাসরা না যায়গো
না দেখি তাহার রূপ মন কেন কাঁদে গো!

(১৪)

জয় মুকুন্দ গোবিন্দ জয়
জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়।

(১৫)

দধি দুগ্ধ ঘৃত গোল পশরা মাথায়
মথুরার হাটে যত ব্রজবালা যায়;
যায় সারি সারি বৃন্দাবনের নারীর সারি
গৃহকর্ম্ম সবে সারি;
যায় ব্রজবালা—চাঁদকে বেড়ি চাঁদের মালা
ব্রজ বাট ক'রে আলা।
ঠমকি ঠমকি যায় কিবা তনু ছটা
ধরাতলে যেন আজি বিজুরীর ঘটা
যেন চাঁদের কিরণ মেঘজিনি সুনীল বসন
চপলার শিহরণ!
যেন তটিনী ছুটিল, নর্ত্তন তরঙ্গ তুলে
শ্যামসাগরে মিশবে বলে—
শ্যামগুণের সারি গেয়ে—।

(১৬)

যোগমায়া কাত্যায়নী—
লীলাপদ্ম বিকাশিনী।
পৌর্ণমাসী সুহাসিনী
কৃষ্ণরাধিকা মোহিনী
কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী
হৃদয়তমো বিলাসিনী।
শঙ্কর মনমোহিনী
সাধ মিটাও মা জননী
যেন পাই কানু বিনোদিনী
বংদে বর দাও ভবানী!

(১৭)

ও বড়ীমা—ঐ তরণীতে তরুণ তমাল
তরণী'পরে কে রোপিল?
অভিনব তমাল তরু
সাধ হয় লতা হ'য়ে জড়ায়ে থাকি।
কি এ নব জলধর
অঙ্গে কত বিধুবর
দুকুল করেছে রূপে আলো
সাধ হয় লেগে থাকি মা—মেঘের গায়ে

(১৮)

ও নাতিনী—ও নাতিনী
যার লাগি তুই পাগলিনী
ঐ না তিনি ঐ না তিনি!!

(১৯)

গলে বনফুল হার মনিময় অলঙ্কার
দামিনীর দমক ঘুচাইল।
অলকা তিলকাভালে শ্রবণ যুগলমূলে
মকর কুণ্ডল দোলে ভাল।।
আপনি দোলে— মকর কুণ্ডল
রাধে তোমার মন দোলাবে ব'লে।
পরিধান পীতধড়া চূড়াবেড়া গুঞ্জাছড়া
তাহে কত শোভে নানা ফুল।
দেখিয়া বদন চাঁদে মদন পড়িল ফাঁদে
যুবতী কেমনে রাখে কুল!
কিসে বা গণি—শারদ চাঁদে
নেয়ের বদন চাঁদের আগে
যে দেখেছে সেই মজেছে।

(২০)

নাবিক নৌকা বায়গো কেমন নাচিয়ে
ও—আঁখি নাচায়ে মোদের হিয়া নাচায়ে
নাচায়ে নাচিয়ে গো।

এমন কি দেখেছ কেউ
যত উঠে জলের ঢেউ
নাবিক তত বাজায় বাঁশী
নৌকা'পরি নেচে নেচে
বাঁশী বাজায় হেসে হেসে
—গো নাচিয়ে।

ঝাট গিয়ে নায়ে চড়
পারে নিতে নেয়ে দড়
নইলে উহায় পাবে নাক
বড় চঞ্চল স্বভাব উহার
আর বিলম্ব কোরোনা গো
—হায় ডাকিয়ে।।

শুন শুন শুন নাইয়া নৌকা আন ঘাটে
আমরা হইব পার রবি বৈসে পাটে—
ও নাইয়া হে—
"আঁখি ঠারি" বাঁশী বাজাও মুখে মৃদু হাসি
তোমার সাহস দেখে মোরা লাজ বাসি—
মন্দ ব্যবহারে তব ব্যবসাটি যাবে
না শিখিলে লেখাপড়া কিবা কাজ পাবে

(২১)

ও কালা কালাই তো বটে
শুনতে পায় না কালা
ডাকার মত না ডাকিলে
মনে প্রাণে একযোগে।

(২২)

তোমরা ডাকিছ সুখে তরণী প'ড়েছে পাকে
তরণী প'ড়েছে গো দুটি পাকে
(নয়ন পাকে আর এই স্রোতের বাঁকে)
[আমি আগে সামালি আপনি]
খঞ্জন নয়নী!!

এই নাবিক ছাড়া গতি নাই
যে ঘাটেই যাও না কেন
সব ঘাটেই আমার জমা।

ধার ধারি না—
আমি তো কংসের ধার ধারি না
প্রেমের রাজ্যে মোর বসতি
কংসের আমি কি ধার ধারি?

জমা নাই জমা নাই
এ ঘাটে তার কিছু
সে নিজের জমা নিজে রাখে—

(২৩)

ওকে পছন্দই করে না
একে বাঁকা তায় কালো
তাই মতের অমিল হ'ল ।

(২৪)

পরের রমণী পেয়ে ধরতে নার হিয়ে
মা বাপকে ব'লে ক'য়ে বিয়ে কর গিয়ে ।

না হয় বলে দিব হে
(তোমার পিতা নন্দ ঘোষকে)
যেন তোমার বিয়ে দেয় ।

শুনেছি লোকের ঠাই নন্দ ঘোষের
সাধ্য সে নাই

ব্রজপুরে বধূ না মিলিল—আহারে
বসন-হরণ কথা শুনি সবে পাই' ব্যথা
কেহ কন্যা তোমারে না দিল ।

হ'ল না হ'ল না—
(নেয়ে তোমার বিয়ে তাই)—
কেউ কন্যা দিল না—

বয়সে কুমারী রাজার ঝিয়ারী
রাধিকা যাহার নাম
ঘাট মাঝি সনে কহিবে সে কথা
তার কি ঐছন কাম ?

বড় যে সাহস—
(নেয়ে তোমার) চাঁদ ধরিতে চাও
বামন হ'য়ে ।

(২৫)

কৃষ্ণ—মোর ভাগ্য হেন হবে মায়ে পদ পরশিবে
রাজকন্যা তোমার নাতিনী ।—(ও বুড়ী মা)
বলি বিবেচনা করি মোরে দিবে লক্ষ কড়ি
তবে পার করি ঐ ধনী ।।

এক লক্ষ হওয়া চাই
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্য ছেড়ে
একই লক্ষ্য আমার ।

বড়াই—মোরা দিব এক পাই
পারে যেতে পাই না পাই
এখন বল কিবা চাই ?

কৃষ্ণ— পাই নাই পাই নাই !
রাজার মেয়ে এতদিন তো
বলি আজি তব ঠাঁই ।

(২৬)

আমার এ সুন্দর না যেবা আসি দেয় পা
আনিয়ে গণয়ে ষোল পণ
ষোল আনা ধ'রে দাও
দশ ছয় যোগ ক'রে
নিজের বলে না রেখে ।

(২৭)

কৃষ্ণ— এক কাহণ দিবে পণ
শুন শুন গোপীগণ
যদি পারে যাইবার মন

বড়াই— এক আনা দিব কড়ি
পার কর ত্বরা করি
শুন শুন নবীন নাইয়া

কৃষ্ণ—এক আনায় হবে না একা আমি একা না
[তোমরা না হয় পারে যেও না]
পারের কড়ি বলিবে বুঝিয়া—

বল বুঝে পারের কড়ি
নইলে পাবে না তরি
এই তরীতে আমি তরি ।

বড়াই আট আনা দিব কড়ি শুন শুন ও খেওয়ারী
বিলম্ব সহিতে না পারি ।
না হয় আট আনা দিব হে, এবার
পার ক'রে দাও

কৃষ্ণ—আটআনা আটানা
আট আনায় আঁটে না
টানাটানি কোরো না ।
আ-ধুলি লইনা—(ব্রজের ধুলি বিনা)
[আ-ধুলি লবন]

বড়াই—দিব কড়ি নয় আনা
আর কথা বলো না
বল আর কিবা দিতে —(পারি নাবিক)

কৃষ্ণ—নয়া না নয়া না
বহুকালের পুরানা
নাবিক আমি সবার চেনা

বড়াই—তোমার তরীও নয়ানা
ভাঙ্গা আছে দেখ না
ভাঙ্গা নায়ে যাবো না ।

কৃষ্ণ—এক মন হওয়া চাই
ছড়ান মন কুড়াইয়ে
সৈ সৈ সৈ সৈ
রতি মাষা কম নয়

আমার রসে লই পুরায়ে—(কম হ'লে)
অন্তরে বাহিরে
বিরহ তাপে লই শুকায়ে (বেশী হ'লে)
একবার দেখা দিয়ে দিই না দেখা
ভেবে ভেবে যায় শুকায়ে ।
ঘাটে দেখ যত জন
যত দেখ বৃন্দাবন
সকলেই একমন
মাপনা রাধার মন
রাধারমণ

(২৮)

করজোড় করি কহি শুন গোরী
তেজহ ও নীল শাড়ী
ভাবি নবঘন বাড়িবে পবন
রাখিতে নারিব তরী ।
নীল শাড়ী দেখে মেঘ উঠিবে
ঝড় তুফানে তরী ডুবিবে ।
ডুব্‌তে হবে মাঝ দরিয়ায়
নাবিক নামে কলঙ্ক রবে
মোর তরীতে কে আর যাবে—
ধনি, তেজহে বসন তোর
তরঙ্গ বাড়িবে বিষম হইবে
নাখানি ডুবিবে মোর ।

(২৯)

বলি ও নাইয়া—ঢাকিবে কি দিয়া
কাজল জিনি কালো বরণ
বল বুঝিয়া ও কালিয়া !
আছয়ে উপায় বলিহে তোমায়
যদি শুন মোর বোল
কালিয়া মূরতি ঘুচাবার লাগি
শিরে ঢালি দিব ঘোল ।
ঘোল ঢালিব,—তোমার মাথায়
কালো বরণ ঘুচাইব
ঘোলের মূল্য নাহি লব ।

(৩০)

কলিঘোর তমসাচ্ছন্নান্‌ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতাং
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ।
গোলকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্য বিগ্রহ ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা ॥

(৩১)

নাম বিনা গতি নাই
কলিহত জীবের হরিনাম বিনা গতি নাই
কলিহত জীবের হরের্নামৈব কেবলম্‌

(৩২)

দাও পারের কড়ি
নইলে কেমনে তরি
শুন শুন ব্রজনারী ।
ত্বরা করি দেহ কড়ি যার যেই হয়
জনে জনে ষোল পণ লইব নিশ্চয় !
বাকীতে যাইনা, ধারে কাজ করিনা ।

(৩৩)

বড়াই—নাহি যদি কর পার শুনহে নাবিকবর
সঙ্গে কিছু নাহি ধন কড়ি
কৃষ্ণ—তবে আর কেন কহ অমনি বসিয়া রহ
নইলে ফিরিয়া যাও বাড়ী ।
[ওহে ব্রজনারী]
বড়াই—আমরা আহিরী নারী
কোথা পাব ধন কড়ি
আমরা ফেরার পথে কড়ি দেব—
হাট হ'তে
এখন সবেমাত্র দধির পসার
আর কিছু নাই ॥
কৃষ্ণ—পসরা বেচগা গিয়া
রাধিকাকে বাঁধা থুইয়া
ফিরে আসি করিও উদ্ধার
না হয় রাধিকাকে বাঁধা দাও
কড়ি দেবার লাগি
বড়াই—ছিঃ ছিঃ তুমি একি বল ?
আই, আই একি কথা
মুখেতে আনহ বৃথা
না করিও এত ঢিটপনা
ছিঃ ছিঃ তুমি নিলাজ নাবিক
ছি—ছি—ছি—ছিঃ ছিঃ !!
কৃষ্ণ—মিছে আর না কর ছলনা । [ললনা]
বড়াই— বৃষভানু রাজার ঝি,
তাহারে চিননা নাকি
সেজন আইল মোর সঙ্গে

কৃষ্ণ—রাজার নন্দিনী বিনে কেবা ফিরে বনে বনে
বিকিকিনি করি নানা ঢঙ্গে ॥

বড়াই—চলগো ফিরিয়া যাই,
বিকিকিনির কাজ নাই
নেয়ের পাইলাম পরিচয় ।
চল ফিরে যাই গো
আর হাটে গিয়ে কাজ নাই

কৃষ্ণ— আহা ! যেওনা—যেওনা
না—না, ফিরিয়া যেওনা সবে
পারের উপায় হবে
বিবাদের পথ ইহা নয়
যেওনা, যেওনা ।

(৩৪)

ওহে নাবিক—
কোন গুণে তোমার সনে পীড়িতি করিব
তা বল হে
হলে তুমি নাবিক আমি হ'লাম রাজার ঝি
তোমার কি আছে আর কিবা যাবে
জাত যেতে সেতো আমার যাবে
একথা লোকে শুনলে বলবে কি হে ?
বলবে, রাই নাবিকের সঙ্গে প্রেম ক'রেছে ।
ওহে নাবিক—
তুমি দূরে দাঁড়ায়ে কথা বল
তোমার কালো গায়ের গন্ধ আসছে
কালোগায়ের গন্ধ আমি সইতে নারি হে—
দূরে সরে যাও—
এমন ক'রে ব'লতে হত না
প্রেম আপনি মিলে হে
প্রেম কর প্রেম কর বলে
হাতে ধরে, পায়ে পড়ে গায়ে ঢ'লে

(৩৫)

কালো গায়ে পরিয়াছ তোলা দুই সোনা
বাঁশীটি হারায়ে বনে দেখেছি কাঁদনা ।
কি কাঁদাই না কেঁদে ছিলে
সাধের বাঁশী হারাইয়ে
আমি তাতো দেখেছিলাম ।
রূপেতে ভ্রমরা তুমি ভাঙ্গা তিন ঠাঁই (নাবিক)
কিবা কালো রূপের শোভা, আহা মরে যাই !
নেয়ে তুমি, ছিঃ ছিঃ, কি কালো গো
এমন চিকণ কালো দেখি নাই
শুন শুন নিলাজ নাবিক ।

(৩৬)

কালো কালো কোরো নাক, ও গোয়ালার ঝি
বিধাতা ক'রেছে কালো আমি করব কি ?
কালো সে যমুনার জল সর্ব্বলোকে খায়
কটা বর্ণের তিক্ত তাল থুথুয়ে ফেলায় ।
কালো তোমার মাথার কেশ, নয়নের তারা
নীল শাড়ী পরে যাও দিয়ে বাহু নাড়া ।
কালোকে তুমি চোখে চোখে রেখেছ
কালো চোখে কাজলরূপে
পাছে ভুলে যাও বলে ।

(৩৭)

শুন শুন হে আহিরী নারী
নিজ হাতে যদি খাওয়াইয়া দাও
তবে সে খাইতে পারি ।
আমি যার তার হাতে খাই না
আমি যার তার হাতে খাই—
যার তার হাতে খাই না ।

(৩৮)

মারোটান্ হেঁইও—হেঁইও হেঁইও হেঁইও
যেমন ক'রে মন টেনেছ—তেমনি টানো হেঁইও
হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও ।

(৩৯)

গরজত ঘন ঝলকত দামিনী
দিনহি ভেল আঁধিয়া
খরতর পবনে তরণী ঘন ঘুরত
পৈঠত জল অনিবার ।
উছলে যমুনা যুগলপদ পরশিতে (রাধা
গোবিন্দের)
বিজুরী চমকে—
দেখে রাই বিজুরীকে (শ্যাম জলধরের বামে)
পবন মাতিল—
বীজন করিতে (রাধাশ্যামে)
ঝরে বারিধারা—
অভিষেক করিতে (রাধা গোবিন্দে)
আনন্দের সীমা নেই—

(৪০)

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত
খেলত রাই মোহন গুণবন্ত ।
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাও
মদন মহোৎসব পিককুল গাও
সরোবর সরসিজ শ্যামর লেহা
বৃন্দাতট মাহা রস নিরবাহা ॥

সরস বসন্ত সময় ঘন সোহন
মোহন মোহিনী সঙ্গ।
বাসন্তীরাস বিলাসহি নিমগন
দুহুঁ দুহুঁ অঙ্গহি অঙ্গ॥

দেখ দেখ সব বাসন্তীরাস
কত কত যন্ত্র তন্ত্র তন্ত্র সোভারত
কতহুঁ রাগ পরকাশ—
যুথহি যুথ মিলি সব কামিনী
যামিনী বিলসহি ভাল,
নাচত রঙ্গিনী প্রেম তরঙ্গিনী
গাওত মদন গোপাল—
তানা তাদিয়ানা দ্রে দ্রে তান্তুম তা দেরে না।
দেরে না দেরে না তানা ও দানিতা দারে দানি॥

নাদ্রে দানি তুমদ্রে দানি তাদারে তাদারে দানি।
তা নানা না তানানা দ্রে দ্রে তুমদ্রে তানা দারে
দানি॥

ধা ধা কিটিতাক্ ধুমাকিটি তাক্ তাক্
ধিরি ধিরি কিটি তাক্ তাক্ ধিরি কিটি তাক্
তাক্ ক্রান তা ধা তাক্ ক্রান তা ধা তাক্
ক্রান তা॥

হিন্দোলে ঝুলত কিশোর..........
কৃষ্ণ মুরারী বামে রাধা প্যারী॥

সখীগণ সব হিন্দোলে ঝুলায়ত
আনন্দে ঝুলাওয়ে রাধা শ্যাম হোরী
দোলে দোলে দোলে দোলে দোলে।

(৪১)

ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে
বৃন্দাবনে তরুলতা রাতুল বরণে।
রাঙা ময়ূর নাচে গাছে
রাঙা কোকিল গায়
রাঙা ফুলে রাঙা ভ্রমর রাঙা মধু খায়॥

এসো হোলি খেলি
আবীর কুমকুম ফাগে
এসো তোমায় রাঙায়ে দি—

(৪২)

মেরো রাধা প্যারী সনে
খেলত নন্দ দুলাল।

রঙ্গ উদায়ত ভর পিচকারী
খেলত গিরি গোবর্দ্ধন ধারী
থত থিনা তাথিনা ধা
থিনা থিনা তাথিনা ধা—২
হোলি হো—হোলি হো
হোলি খেলত শ্যাম গোরী আজু হোরী
আজু রঙ্গে হোরী খেলত শ্যাম গোরী
সখীগণ মিলি নাচত গায়ত
কিশোর কিশোরী নাচি নাচায়ত
আনন্দে মন ভরি—
তাতা তাতা থৈয়া থৈয়া
ঝিমি ঝিমি ঝিমি থৈয়া
ফাগু মাঝে নাচে দুহুঁ তাথৈয়া তা থৈয়া থৈয়া
ফাগু মাঝে নাচে কিশোরী।
লালহি লালরে, স্থাবর লাল জঙ্গমলাল—
লালহি লালে লাল—

কৃষ্ণ—সোনার বরণ রাঙায়ে দি
এসো রাই খেলি হোলি

রাধা—তবে কালো বরণ লাল করি
অঙ্গে ঢালি রঙঝারি

ললিতা—দুয়ো, দুয়ো শ্যাম—ছিঃ ছিঃ ছিঃ
আর হোলি খেলো না হে
নারীর সঙ্গে হেরে গেলে—ও হারুয়া নাগর

রাধা—যদি বল একা আমি—ওহে শ্যাম
বহু সঙ্গে সঙ্গী তুমি
সমুখে বিশাখা হোক তুয়া
ললিতা আমার সখী
এসো আবার খেল দেখি
জানা যাবে কেমন খেলুয়া—
তোমায় দিলাম বিশাখা সখী
হোলি খেল গিরিধারী
ঝাগুড় গুড় ঝা গুড় গুড় ঝা গুড় গুড় ধিক তাং
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ তাং ধিক্ তাং
ধিক্ ধিক্ তোমায় শত ধিক্
ধিক্ ধিক্ তাদের শত ধিক্
যাদের বৃন্দাবন লীলায় মন বসে না
ধিক্ তাং ধিক্ তাং ধিক্ তাং ধিক্
যাদের বৃন্দাবনলীলায় মন বসে না
ধিক্ ধিক্ তাদের শত শত ধিক্।

চলন্তিকার আগামী আকর্ষণ

ঘূর্ণী

•

নটরাজ

(গেভা কলার)

বাবুল পিক্‌চার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।